



নর্থওয়েস্ট ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রজেক্ট



উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের নির্মিত
খুচরা ও পাইকারি বাজার অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা
ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা

অর্থায়নে

বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক

বাস্তবায়নে

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

কৃষি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের নির্মিত
খুচরা ও পাইকারি বাজার অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা
ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট

নর্থওয়েস্ট ফ্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রজেক্ট (এনসিডিপি)

খামারবাড়ি, মধ্য ভবন, ৫ম তলা

ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

মুখবন্ধ

যেকোন দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বশর্ত হলো সময়োপযোগী ও বাস্তব বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারলে অর্থাৎ কৃষকের উৎপাদিত ফসলের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করতে না পারলে উৎপাদন ধারা টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়। উন্নততর লাগসই প্রযুক্তি, বিভিন্ন কৃষি উপকরণের সুখম ব্যবহার এবং সহজলভ্য ঋণের ব্যবস্থা অর্থাৎ কৃষি উৎপাদন সহায়ক সফল কার্যক্রম যতই নিশ্চিত করা যাবে উৎপাদন ততই বৃদ্ধি পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই উৎপাদনের গতিধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে সুষ্ঠু বিপণন কাঠামো গড়ে তোলা অপরিহার্য।

উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় “উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প” গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পে নিবিড় চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা বা উৎপাদনে good management practices অবলম্বন করে বিভিন্ন প্রকার শাক সবজি, ফল মূল, গ্রীষ্মকালীন পিয়াজসহ অন্যান্য মসলার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকগুণ। উৎপাদন বৃদ্ধির পাশে প্রশ্ন থেকে যায় ফসল বিপণনের সার্বিক বিষয়টি। বিপণন ক্ষেত্রে দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, একটি অবকাঠামো উন্নয়ন ও দ্বিতীয়টি পরিকাঠামো উন্নয়ন। অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট উন্নতমানের সার্বিক সুবিধাদি সম্বলিত বাজার নির্মাণ আর পরিকাঠামো উন্নয়ন হলো বাজার তথ্য, মোড়কিকরণ, প্রমিতকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে ভোক্তার চাহিদা মেটানো ও পণ্যের মান বৃদ্ধি করা। এ অত্যাবশ্যিক বিষয় দুটি খেয়ালে রেখে প্রকল্পের আওতায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ১৬ জেলায় ১৬টি পাইকারি ও ৬০ উপজেলায় ৬০টি খুচরা বাজার নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়।

কেবল বাজার নির্মাণই যথেষ্ট নয়, নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাজার পরিচালনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য চাই আইনগত বিধান, পরিচালনাগত বিশ্লেষণ। এ দুই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাকে সামনে রেখে উচ্চমূল্য ফসল যেন সঠিকভাবে ব্যবসায়ী ও কৃষকগণ পণ্য বাজারজাত করতে পারেন সে উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে “বাজার পরিচালনা গাইড”। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত গাইড একটি সঠিক নির্দেশিকা হিসাবে গ্রহণ করবেন এবং সেভাবে বাজার পরিচালিত হবে যাতে কৃষক ও ব্যবসায়ী সঠিকভাবে পণ্য বিপণন করতে পারেন এবং ভোক্তা ও ব্যবসায়ী স্বচ্ছন্দে পণ্য ক্রয় করতে পারেন এটাই আমাদের কাম্য।

“উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের” এ বিপণন দিক নির্দেশনা সম্বলিত গাইডটি প্রকল্পের সফলতায় ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি। আমি আন্তরিকভাবে এ গাইডটির বাস্তবায়ন কামনা করছি।



এম আবদুল আজিজ এনজিসি

সচিব

কৃষি মন্ত্রণালয়

পটভূমি

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। কৃষি এবং কৃষকই বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ এলাকা। এ অঞ্চলের অর্থনীতি প্রধানত কৃষিভিত্তিক। এ অঞ্চল কম বন্যপ্রবণ এবং এর শতকরা ৮০ ভাগ ভূমি মাঝারি উঁচু, ফলে বছরব্যাপী এ অঞ্চলে উচ্চমূল্যের সবজি, ফল, মসলা ও দানা জাতীয় ফসল ফলানো যায়। এতদিন দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকায় এ অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের সঠিক বাজারজাতকরণে নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যমুনা বহুমুখী সেতু চালু হওয়ায় এ অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিপণ্য ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে এমনকি বিদেশে বাজারজাতকরণের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষকদের দল গঠন করে তাদের উৎপাদন কলাকৌশল চেলে সাজিয়ে অধিক উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন করে উৎপাদিত ফসলের যথাযথ বিপণন মাধ্যমে অধিক মুনাফা নিশ্চিত করে কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নর্থওয়েস্ট ফ্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রকল্প (এনসিডিপি) হাতে নেয়া হয়েছে।

এনসিডিপি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় অর্থায়িত একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী বিভাগের ১৬ জেলার ৬০ উপজেলায় কার্যক্রম শুরু করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৬ জেলায় ১৬টি পাইকারি (হোলসেল) বাজার এবং ৬০ উপজেলায় ৬০টি খুচরা (গ্রোয়ার্স) বাজারকে যথাযথ সুবিধাসহ নির্মাণ বা উন্নয়ন করা হবে। তাই এনসিডিপি'র আওতায় নির্মিত বাজার অবকাঠামোর সঠিক ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, বাজারের দোকান/ স্পেস বরাদ্দ, বাজার হতে আয়কৃত অর্থের ব্যবহার, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা ও তদারকি কমিটি গঠন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য 'খুচরা ও পাইকারি বাজার অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকাটি' তৈরি করা হয়েছে যা কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

এনসিডিপি'র আওতায় নির্মিত বাজারসমূহ এ নির্দেশিকার আলোকে পরিচালিত হয়ে প্রকল্প এলাকার ক্ষুদ্র কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রত্যক্ষ অবদান রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি আন্তরিকভাবে এনসিডিপি'র আওতায় নির্মিত খুচরা ও পাইকারি বাজার অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকার সফল বাস্তবায়ন কামনা করি।



মোঃ শফিকুর রহমান শেখ

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

এনসিডিপি, পিআইইউ, ডিএএম

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	ভূমিকা	০১
২।	উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা	০২
৩।	নির্মিত অবকাঠামো তদারকি কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি	০৩
৪।	প্রকল্পাধীন সংশ্লিষ্ট উপজেলা/ পৌরসভাসমূহে গঠিত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি	০৫
৫।	ব্যবসায়ী বাছাই ও বরাদ্দ প্রদান কার্যক্রম	০৭
৬।	ম্যানেজমেন্ট কমিটির অফিস কাম প্রশিক্ষণ কক্ষ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	০৯
৭।	কুল হাউজ এবং গুদাম ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	১০
৮।	শেড, প্যাকিং স্পেস, অকশন ইয়ার্ড, লোডিং আনলোডিং স্পেস, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, টিউবওয়েল, ডিপটিউবওয়েল এবং ডাস্টবিন ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	১১
৯।	মহিলা বিপণি কেন্দ্রের দোকান বরাদ্দ ও রক্ষণাবেক্ষণ	১২
১০।	প্রক্ষালন কক্ষ (টয়লেট ব্লক) ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৭
পরিশিষ্ট		
“ক”	দোকান/স্পেস ভাড়ার রশিদের নমুনা	১৮
“খ”	মহিলা বিপণি কেন্দ্রের দোকান বরাদ্দের ইজারা চুক্তিনামার নমুনা	১৯

১. ভূমিকা

নর্থওয়েস্ট ফ্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রজেক্ট (এনসিডিপি) বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় পরিচালিত একটি প্রকল্প। সাত বছর মেয়াদি এই প্রকল্পটি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১৬টি জেলা ও ৬১টি উপজেলায় জানুয়ারি ২০০১ থেকে পথযাত্রা শুরু করেছে। ৩৩টি উচ্চমূল্য ফসল (ফল, সবজি, মসলা ও দানা শস্য) বহুমুখীকরণ ও নিবিড়করণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষকদের আর্থিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া শুধু উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান প্রকল্পটির বিশেষ লক্ষ্য। কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়নের স্বার্থে আধুনিক বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন/নির্মাণ, বাজার তথ্যপ্রবাহ ও বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সক্ষম ও কার্যকর বাজার ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি কাজ করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকায় উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন, কৃষকদল গঠন ও ক্ষমতায়ন, নারীর সম্পৃক্ততা ও ক্ষমতায়ন, পণ্য বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবস্থা এ প্রকল্পে রয়েছে। তাই নির্মিত বাজার অবকাঠামোগুলো সুষ্ঠু বিতরণ, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটা নির্দেশিকা অত্যন্ত জরুরি। এই নির্দেশিকা প্রণয়নে সারাদেশের খাস জমির ওপর নির্মিত হাট বাজারসমূহ (পাইকারি ও খুচরা) পরিচালনার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ২০ জুলাই ২০০২ এ প্রকাশিত “সরকারী হাট-বাজারসমূহের ইজারা পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভা/ সিটি করপোরেশনের মধ্যে বন্টন সম্পর্কে নীতিমালা” এবং ২২ আগস্ট ২০০১ এ প্রকাশিত “সরকারী হাট-বাজারে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক মহিলা ব্যবসায়ীদের জন্য নির্মিত/ নির্মিতব্য দোকান বরাদ্দ, মহিলা ব্যবসায়ী বাছাই, চুক্তিনামা ও দোকান রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা” পর্যালোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ নির্দেশিকা কেবলমাত্র এনসিডিপি’র অর্থায়নে নির্মিত বাজার অথবা বাজার অবকাঠামোগুলোর জন্য প্রযোজ্য হবে। এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বাজারগুলো ১৯৬৪ সনের কৃষি পণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন এবং ১৯৮৫ সনে সংশোধিত আইনের অধীনে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২. উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

এ নির্দেশিকার মুখ্য উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ :

২.১ এনসিডিপি প্রকল্পের আওতায় বাজার অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি পণ্য বিপণনে কৃষক তথা ব্যবসায়ীদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ এবং সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের মাধ্যমে এনসিডিপি কৃষকদের আয় ও জীবন মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

২.২ পাইকারি/খুচরা বাজারে নির্মিত মহিলা দোকান/স্পেসগুলো এনসিডিপি- এর কৃষক দল, কৃষি পণ্যের ব্যবসায়ী ও গ্রামীণ মহিলা উদ্যোক্তাদের নিকট সঠিকভাবে বরাদ্দ ও ভাড়ার ভিত্তিতে হস্তান্তর করা।

২.৩ বাজারে নির্মিত প্যাকেজিং স্পেস, লোডিং আন লোডিং স্পেস, অকশন ইয়ার্ড, কুল হাউজ/ গুদামসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রকৃত কৃষক/ব্যবসায়ীদের (বিশেষত এনসিডিপি কৃষক/ ব্যবসায়ী দল) ব্যবহারে নিশ্চয়তা বিধান করা।

২.৪ নির্মিত টয়লেটসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাসহ ব্যবহার উপযোগী রাখার ব্যবস্থা করা।

২.৫ বাজারে নির্মিত সেডসমূহে কৃষকদের স্ব-স্ব পণ্যাদি বিক্রি নিশ্চিতসহ ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রাখা।

২.৬ এনসিডিপি সুবিধাভোগী কৃষকদের বাজারজাতকরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও নির্মিত অবকাঠামোর ৫০% এনসিডিপি কৃষক/ ব্যবসায়ীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

২.৭ বাজারসমূহে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণসহ নির্দিষ্ট স্থানে পণ্যাদি বিক্রয়ে সহায়তা করা।

৩. নির্মিত অবকাঠামো তদারকি কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বাজারসমূহে ম্যানেজমেন্ট কমিটির অফিস তথা প্রশিক্ষণ কক্ষ, মহিলা দোকান, টয়লেট ব্লক, কুল হাউজ/গুদাম, শেড/স্পেস সহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত অবকাঠামো সমূহ এনসিডিপি কৃষক দল, কৃষি পণ্যের ব্যবসায়ী ও গ্রাম্য মহিলা উদ্যোক্তাদের (এনসিডিপি দলভুক্ত মহিলা ৫০% অগ্রাধিকার পাবেন) নিকট নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী ইজারা ও ভাড়ার ভিত্তিতে হস্তান্তর করা হবে। বাজার তদারকি ও ব্যবস্থাপনায় পৃথক দুটি কমিটি কাজ করবে। নির্মিত বাজারসমূহ তদারকির জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রকল্পাধীন জেলায় একটি করে বাজার তদারকি কমিটি গঠন করা হবে :

৩.১ তদারকি কমিটি

সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে এই কমিটির কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এ কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোন কর্মকর্তা/ব্যক্তিকে কো-অপট করতে পারবে। তদারকি কমিটির গঠন নিম্নরূপ :

১. জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২. উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৩. উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর অথবা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কোন প্রতিনিধি	সদস্য
৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
৫. ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক অথবা কোন প্রতিনিধি	সদস্য
৬. জেলার সকল পার্টনার এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য
৭. চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি	সদস্য
৮. বাজার ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটির প্রতিনিধি	সদস্য
৯. এনসিডিপি ফারমার্স মার্কেটিং গ্রুপের (এফএমজি) প্রতিনিধি	সদস্য
১০. জেলা মার্কেটিং অফিসার/জেলা বাজার অনুসন্ধানকারী, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

৩.২ কার্যপরিধি

১. তদারকি কমিটি বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির মনোনীত ব্যবসায়ীদের তালিকা মোতাবেক বরাদ্দ প্রদান নিশ্চিত হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করা;
২. নীতিমালা ও প্রচলিত আইন অনুসরণপূর্বক মহিলা দোকান বরাদ্দ বা স্পেস প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করা;
৩. নীতিমালা ও প্রচলিত আইন অনুসরণপূর্বক অন্যান্য অবকাঠামো (কুল হাউজ/ গুদাম, টয়লেট রুক) ইজারা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করা;
৪. বাজারভিত্তিক সার্বিকভাবে মহিলা দোকান/স্পেস ভাড়ার হার নির্ধারিত হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা ও বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা;
৫. এনসিডিপি'র আওতায় উন্নীত বাজারসমূহের বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিকে বাজারের বিভিন্ন সমস্যা নিরসন, বাজার রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা; এবং
৬. বাজার উন্নয়ন, সংস্কার এবং কৃষক/ব্যবসায়ীদের স্বার্থে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান।
৭. কমিটি প্রয়োজনানুযায়ী সভায় মিলিত হবে।

৪. প্রকল্পাধীন সংশ্লিষ্ট উপজেলা/পৌরসভাসমূহে গঠিত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি

৪.১ বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি

বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি বাজারের মহিলা দোকান/ স্পেস বরাদ্দসহ বাজার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে এই কমিটির কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এ কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোন কর্মকর্তা/ ব্যক্তিকে কো-অপট করতে পারবে। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন নিম্নরূপ :

১. পৌরসভার চেয়ারম্যান/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
২. উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৩. উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য
৪. সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
৫. এনসিডিপি সংশ্লিষ্ট এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য
৬. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বর)	সদস্য
৭. এনসিডিপি কর্তৃক উন্নীত বাজারের ব্যবসায়ী বা বণিক সমিতির প্রতিনিধি	সদস্য
৮. কৃষক প্রতিনিধি (এনসিডিপি/এফএমজি প্রতিনিধি)	সদস্য
৯. মহিলা কৃষক/ মহিলা ব্যবসায়ী প্রতিনিধি ('এনসিডিপি' প্রকল্পভুক্ত মহিলা উদ্যোক্তা)	সদস্য
১০. এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি (পৌর চেয়ারম্যান/ ইউএনও কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১১. জেলা বাজার কর্মকর্তা/জেলা বাজার অনুসন্ধানকারী, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

বিঃ দ্রঃ- পৌর চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিকল্প সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.২ কার্যপরিধি

১. কমিটি প্রতি মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হবে। উক্ত সভায় ব্যবসায়ী বাছাই, দোকান/স্পেস বরাদ্দ প্রদান, বাজার ব্যবস্থাপনা, ভাড়া আদায়, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নসহ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
২. মহিলা দোকান/স্পেস বরাদ্দ, গুদাম/কুল হাউজ/ডিপিটিউবওয়েল ও টয়লেটসহ অন্যান্য অবকাঠামোর জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা অনুসরণ করা;
৩. নির্মিত টয়লেট ব্লক, মহিলা দোকান, টিউবওয়েল ও ডিপিটিউবওয়েলসহ অন্যান্য অবকাঠামোসমূহের যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা;
৪. নির্মিত শেড, প্যাকিং স্পেস, অকশন ইয়ার্ডসমূহের পণ্য শ্রেণীভেদে কমপক্ষে ৫০% সুবিধা 'এনসিডিপি' প্রকল্পের কৃষকগণের ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করা;
৫. প্রক্রিয়াজাতকারী, সুপারমার্কেটসহ অন্যান্য ব্যবহারকারী ও রপ্তানিকারকদের সাথে উৎপাদনকারীদের যোগসূত্র স্থাপনে সাহায্য করা;
৬. বাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৭. বাজারের শান্তিশৃংখলা রক্ষায় ও বিরোধ নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৮. দায়ভার ও সাধারণ নিয়ন্ত্রণ যথা নিরাপত্তা নিশ্চিতকরা, সঠিক ওজন পদ্ধতি, মালামাল বহনকারী গাড়ি সঠিকভাবে রাখা, ট্রাফিক ব্যবস্থা ইত্যাদির সঠিক পরিচালনা নিশ্চিত করা;
৯. বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অর্থ আদায় ও খরচের হিসাব রাখা ;
১০. নির্মিত অবকাঠামোসমূহের যথাযথ নাম অবকাঠামোর গায়ে লেখার ব্যবস্থা করা, যেমন: এনসিডিপি সবজি শেড, এনসিডিপি মহিলা কর্ণার ইত্যাদি।

৬. নির্মিত মহিলা দোকান/স্টলের নম্বর বসানো;
৭. কমিটি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বাজারে অবস্থিত ব্যবসায়ীদের তালিকা প্রণয়ন করা। ব্যবসায়ীদের উক্ত তালিকা স্থানীয় পত্রিকা, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরসমূহে এবং ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে সংরক্ষণ করা;
৮. বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষে জেলা বাজার কর্মকর্তা/ বাজার অনুসন্ধানকারী কর্তৃক বরাদ্দ প্রাপককে বরাদ্দ প্রাপ্তির পর ভাড়ার টাকা জমা নিয়ে মহিলা দোকানের বা স্পেসের দখলস্বত্ব বুঝিয়ে দেয়া;
৯. ধার্যকৃত ভাড়ায় অগ্রিম টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ সাপেক্ষে কমিটি কর্তৃক বরাদ্দ প্রাপককে বরাদ্দপত্র প্রদান করা;
১০. কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী ছাপানো রশিদের মাধ্যমে মহিলা দোকান/স্পেস বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যবসায়ীর নিকট হতে নির্ধারিত হারে ভাড়া আদায় করা ও রশিদ (পরিশিষ্ট 'ক') প্রদান করা;
১১. ভাড়া বাবদ আদায়কৃত অর্থ বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির বরাবরে নগদ/পে-অর্ডার/ডিমাণ্ড ড্রাফটের মাধ্যমে কমিটির চলতি ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদান করা;
- ✓ ১২. আদায়কৃত ভাড়া বা ইজারা মূল্যের অর্ধেক (৫০%) সরকারি রাজস্ব আদায় খাতে জমা দেওয়া ও বাকি অর্ধেক (৫০%) বাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্তে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব এর যৌথ চলতি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করা ;
- ✓ ১৩. এনসিডিপি কর্তৃক নির্মিত দোকান ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ করার নিমিত্তে বাজার উন্নয়নের পরিকল্পনা ও প্রাক্কলন বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে (সভার কার্যবিবরণী মোতাবেক) প্রয়োজনীয় অর্থ চাহিদা পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরাবরে প্রেরণ করবে। পরিচালক যাচাই পূর্বক প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রদান করে পৌর চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রেরণ করবে;
- ✓ ১৪. বাজার অবকাঠামোগুলোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে;
১৫. বছর শেষে আদায় বাবদ জমা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন এবং অডিট হলে অডিট প্রতিবেদন পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করবে।

৬. ম্যানেজমেন্ট কমিটির অফিস কাম প্রশিক্ষণ কক্ষ ব্যবস্থাপনা
ও রক্ষণাবেক্ষণ

ম্যানেজমেন্ট কমিটির অফিস তথা প্রশিক্ষণ কক্ষ এর ব্যবস্থাপনা ও
রক্ষণাবেক্ষণ হবে নিম্নরূপ :

- ৬.১ ম্যানেজমেন্ট কমিটির অফিসই প্রশিক্ষণ কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হবে
এবং উক্ত কক্ষেই কৃষক এবং কৃষি পণ্য ব্যবসায়ী উভয়েই উচ্চমূল্য
ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা যথা:- পণ্য বাছাইকরণ, ড্রেডিং,
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ, প্যাকেজিং বা মোড়কীকরণ, কুল
হাউজে/গুদামে গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণ, বিপণন ব্যবস্থাপনা
ইত্যাদিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে;
- ৬.২ ম্যানেজমেন্ট কমিটির অফিস তথা প্রশিক্ষণ কক্ষটির রক্ষণাবেক্ষণ
সরাসরি বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির ওপর ন্যস্ত থাকবে;
- ৬.৩ এনসিডিপি'র অর্থায়নে নির্মিত বাজার অবকাঠামো থেকে আদায়কৃত
ভাড়া ও ইজারা মূল্যের ৫০% থেকে উক্ত কক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়
মিটানো হবে;
- ৬.৪ বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তে সরকার অনুমোদিত নিয়মে
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করানো যাবে;
- ৬.৫ বিদ্যুৎ বিল বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে সরকারি
নিয়ম মোতাবেক পরিশোধ করা যাবে।

৭. কুল হাউজ এবং গুদাম ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

কুল হাউজ এবং গুদাম ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ হবে নিম্নরূপ :

৭.১ কুল হাউজ ও গুদাম সংশ্লিষ্ট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ইজারা পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক পরিচালিত হবে। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রচলিত ইজারা প্রদান নীতিমালা অনুসরণপূর্বক কুল হাউজ ও গুদাম এর ইজারা প্রদান করবেন ;

৭.২ ইজারা মূল্যের ৫০% কমিটির সভাপতি ও পৌর চেয়ারম্যান/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজস্ব খাতে জমা দিবেন ও বাকি ৫০% সংশ্লিষ্ট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিব এর যৌথ চলতি অ্যাকাউন্টে জমা করবেন। উক্ত জমা অর্থ থেকে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হবে ;

৭.৩ ইজারাদার বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদিত হারে রশিদ প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট ইজারাদার অথবা অনুমোদিত ব্যক্তি বা সংস্থা পণ্যের ভাড়া বা সার্ভিস চার্জ আদায় করবে;

৭.৪ নির্ধারিত সময়ে পণ্য উত্তোলন না করলে ভাড়ার অতিরিক্ত ১০% সার্ভিস চার্জ ব্যবহারকারী/ ব্যবহারকারীগীর কাছ থেকে আদায় করা হবে ;

৭.৫ ইজারাদার সময়মতো বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করবে;

৭.৬ বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি যোগ্যতা সম্পন্ন একজন অপারেটর কাম গুদাম রক্ষক নিয়োগ প্রদান করবে এবং ইজারাদার বেতন ভাতাদি পরিশোধ করবে ;

৭.৭ ইজারাদার কুল হাউজ/ গুদাম চালু/ভাল অবস্থায় রাখা নিবে এবং মেয়াদ শেষে উক্ত কুল হাউজ/গুদাম চালু/ভাল অবস্থায় কমিটি বা কমিটির মনোনীত ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দিবে।

৮. শেড, প্যাকিং স্পেস, অকশন ইয়ার্ড, লোডিং আনলোডিং স্পেস, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, টিউবওয়েল, ডিপটিউবওয়েল এবং ডাস্টবিন ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

শেড, প্যাকিং স্পেস, অকশন ইয়ার্ড, লোডিং আনলোডিং স্পেস, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, টিউবওয়েল, ডিপটিউবওয়েল এবং ডাস্টবিন ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ হবে নিম্নরূপ :

৮.১ শেড, প্যাকিং স্পেস, অকশন ইয়ার্ড, লোডিং আনলোডিং স্পেস, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, টিউবওয়েল, ডিপটিউবওয়েল ও ডাস্টবিন বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। এনসিডিপিভুক্ত কৃষক/ উৎপাদনকারী, এফএমজি সদস্যবর্গ নির্মিত শেডের ৫০% সুবিধাদি ভোগ করবেন;

৮.২ বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি উল্লিখিত অবকাঠামোগুলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নিবেন এবং পর্যবেক্ষণ/ তদারক করবেন;

৮.৩ সংশ্লিষ্ট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি উল্লিখিত অবকাঠামোগুলো নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন এবং তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তদারক করবেন;

৮.৪ বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি বিদ্যুতের ব্যবস্থা করবেন। সুবিধাভোগী কর্তৃক প্রদত্ত ভাড়ার অর্থ থেকে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি বিদ্যুতের বিল নিয়মিত পরিশোধের ব্যবস্থা নিবেন।

৯. মহিলা বিপণি কেন্দ্রের (women's corner) দোকান বরাদ্দ

ও রক্ষণাবেক্ষণ

৯.১ দোকান বরাদ্দ

মহিলা বিপণি কেন্দ্রের দোকান বরাদ্দ পদ্ধতি হবে নিম্নরূপ :

৯.১.১ মহিলা ব্যবসায়ী বাছাই

বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি মহিলা ব্যবসায়ী বাছাই করবে।

৯.১.২ মহিলা ব্যবসায়ী বাছাইয়ের পর্যায়ক্রমিক ধাপসমূহ :

বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি এ বাছাই প্রক্রিয়া সম্পাদন করবে যার মধ্যে অবশ্যই তথ্য প্রচারণা, আবেদনকারী মহিলা ব্যবসায়ীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও মহিলা ব্যবসায়ী বাছাইয়ের অন্যান্য ধাপসমূহ থাকবে।

৯.১.২.১ তথ্য প্রচারণা

(ক) মহিলাদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বানের আগে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট বাজারের বণিক সমিতি, গণ্যমান্য ব্যক্তি, এফএমজি, ধর্মীয় নেতা, নারী উন্নয়নমূলক সংস্থা, এনজিও এবং বিভিন্ন পেশার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সাথে মহিলা ব্যবসায়ী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া ও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক/ অনানুষ্ঠানিক মতবিনিময় করবেন।

(খ) মহিলা ব্যবসায়ী অথবা মহিলা ব্যবসায়ী হতে আগ্রহী এমন মহিলাদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টির জন্য বাজারে টোলসহরত, বাজার ও বাজার সংলগ্ন এলাকায় মাইকিং ও প্রয়োজনে পোস্টারের মাধ্যমে তথ্য প্রচারণার ব্যবস্থা করবেন এবং আগ্রহী মহিলাদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করবেন, যাতে করে মহিলারা দোকান বরাদ্দ পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন এবং সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে হাজির থাকতে পারেন।

(গ) পরিবার প্রধান মহিলা, বিধবা/ পরিত্যক্তা/ অর্থনৈতিকভাবে অসুবিধাগ্রস্ত মহিলা এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের মহিলা সদস্য ও এনসিডিপি দলভুক্ত মহিলারা দোকান বরাদ্দ পাওয়ার জন্য অগ্রাধিকার পাবেন। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে বসবাসকারী এনসিডিপি দলভুক্ত আবেদনকারীগণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(ঘ) তথ্য প্রচারণার সময় দোকান পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করতে আগ্রহী মহিলাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। আবেদনপত্র বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে জমা দিতে হবে।

৯.১.২.২ আবেদনকারী মহিলা ব্যবসায়ীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও প্রাথমিক তালিকা প্রণয়ন

- (ক) বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত সাক্ষাৎকার বোর্ড আবেদনকারী মহিলা ব্যবসায়ীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন এবং সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে একটি প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করবেন।
- (খ) সাক্ষাৎকার বোর্ড আবেদনকারীগণীদের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে একটি মানক্রম তালিকা তৈরি করবেন এবং নির্মিত দোকান সংখ্যার দ্বিগুণ সংখ্যক মহিলার তালিকা প্রণয়ন করবেন, যার অর্ধাংশ অপেক্ষমাণ তালিকা হিসেবে থাকবে। মহিলা ব্যবসায়ীর তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে একাধিক আবেদনকারীগণীর সমান ক্ষেত্র হলে লটারীর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রণীত তালিকা সাক্ষাৎকার বোর্ড রেজুলেশনের মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন।

৯.১.২.৩ প্রাথমিক তালিকার চূড়ান্তকরণ

- (ক) সাক্ষাৎকার বোর্ডের প্রস্তুতকৃত প্রাথমিক তালিকার যথার্থতা নিয়ে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলোচনা করা হবে। তালিকাতে কোন পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজন দেখা দিলে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
- (খ) দোকান বরাদ্দ প্রাপ্ত মহিলা ব্যবসায়ীর তালিকা ও একটি অপেক্ষমাণ তালিকার বিষয়ে অনূর্ধ্ব ১৫ দিনের মধ্যে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অনুমোদন প্রদান করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।
- (গ) বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় চূড়ান্ত অনুমোদন লাভের পর মহিলা ব্যবসায়ীদের দোকান বরাদ্দ তালিকা ও অপেক্ষমাণ তালিকা কার্যকর হবে।
- (ঘ) বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির মনোনীত মহিলা ব্যবসায়ীর সঙ্গে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি ইজারা চুক্তিনামা সম্পাদিত হবে। উক্ত ইজারা চুক্তিনামার একটি নমুনা কপি সংযুক্ত করা হল (পরিশিষ্ট 'খ')।

৯.২ রক্ষণাবেক্ষণ

মহিলা বিপণি কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ হবে নিম্নরূপ :

৯.২.১. মহিলা বিপণি কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দোকান বরাদ্দপ্রাপ্ত মহিলা ব্যবসায়ীদের সম্মতিক্রমে একটি মহিলা বিপণি কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি গঠিত হবে।

৯.২.২ মহিলা বিপণি কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপ :

(ক) সভানেত্রী	১ জন বরাদ্দপ্রাপ্ত দোকানের মহিলা ব্যবসায়ীর মধ্য থেকে
(খ) সম্পাদক	১ জন ঐ
(গ) সদস্য	১ জন ঐ
(ঘ) সদস্য	১ জন ঐ

এই কমিটির পদ দোকান বরাদ্দপ্রাপ্ত মহিলা ব্যবসায়ীদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে পূরণ করা হবে। লক্ষ রাখতে হবে যে সভানেত্রী ও সম্পাদক যেন কিছুটা শিক্ষিত হয়, যাতে করে হিসাব-নিকাশ ও ব্যাংকিংয়ের কার্যবলী সম্পাদন করতে পারেন। তবে এই কমিটি সকল মহিলা ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনানুসারে প্রতি বছর নতুন সভানেত্রী, সম্পাদক ও সদস্য নিয়োগের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে পারবে। কোন কারণে কমিটি অকার্যকর হলে সে ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী মহিলাগণ সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিক্রমে পুনরায় কমিটি গঠন করতে পারবেন।

৯.২.৩ মহিলা বিপণি কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

(ক) মহিলা বিপণি কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি নিজেদের মধ্যে আলোচনাপূর্বক বিপণি কেন্দ্রের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কার্যবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রত্যেক মহিলা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে মাসিক টাকা নির্ধারিত রশিদের বিনিময়ে আদায় করবেন।

(খ) নিকটস্থ ব্যাংকে “মহিলা বিপণি কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি” নামে একটি অ্যাকাউন্ট খুলবেন যা সভানেত্রী ও সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

(গ) সম্পাদক প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক মহিলা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ আদায়কৃত টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ও দোকান ঘর ভাড়ার টাকা বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

(ঘ) প্রত্যেক মহিলা ব্যবসায়ী তার দোকানের বিদ্যুৎ বিল ও অন্যান্য সরকারি পাওনা যাতে সময়মতো পরিশোধ করে তার জন্য কমিটির সম্পাদক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯.২.৪ অন্যান্য কার্যক্রম

(ক) সংশ্লিষ্ট বাজার বণিক সমিতিতে ও স্থানীয় বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিতে (যা ২০০২ সনের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী কার্যকরী আছে) মহিলা বিপণি কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে একজন মহিলা ব্যবসায়ীকে মনোনীত করবেন।

(খ) সভানেত্রী/ সম্পাদক মাসিক সভার ব্যবস্থা করবেন এবং সভায় নিম্নোক্ত বিষয় আলোচনা করবেন :

- মহিলা ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক কার্যকলাপ
- মহিলা ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা ও সামাজিক সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা
- বিপণি কেন্দ্রের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা
- টয়লেটের ব্যবহার ও এর রক্ষণাবেক্ষণ
- রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় এবং
- বিবিধ

সভায় আলোচনা করে কমিটি সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করবেন এবং সমাধানযোগ্য সমস্যাসমূহের সমাধানের ব্যবস্থা করবেন। অন্যান্য সমস্যা যেমন নিরাপত্তা ও সামাজিক সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে কমিটি কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে সমস্যাসমূহের সমাধানের লক্ষ্যে বণিক সমিতি, বাজারভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উত্থাপন করবেন।

(গ) প্রত্যেক মহিলা ব্যবসায়ী তার দোকানের অভ্যন্তর পরিচ্ছন্ন রাখছেন কি না এ সম্পর্কে কমিটি পর্যালোচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ দেবেন।

(ঘ) বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে আলোচনাক্রমে ঝাড়ুদার ও সুইপারের মাধ্যমে বিপণি কেন্দ্রের প্রাসঙ্গ ও টয়লেট নিয়মিত পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করবেন।

(ঙ) ল্যাট্রিন বা টিউবওয়েল নষ্ট হলে অনতিবিলম্বে মেরামতের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

- (চ) বিপণি কেন্দ্রের অভ্যন্তরে কোন উল্লেখযোগ্য অসুবিধা দেখা দিলে বা ভাঙুর হলে মেরামতের জন্য বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করবেন।
- (ছ) সভানেত্রী ও সম্পাদক প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্নতা, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের খরচ চেকের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করবেন এবং খরচ নির্বাহ করবেন। সব খরচের হিসাব রাখবেন এবং মাসিক সভায় অন্যান্য সদস্যদেরকে খরচের বিষয় অবহিতকরণপূর্বক অনুমোদন নেন।
- (জ) মহিলা ব্যবসায়ী ও মহিলা ক্রেতাদের মধ্যে টয়লেটের ব্যবহার সীমিত রাখবেন। এর জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন।
- (ঝ) মহিলা বিপণি কেন্দ্রের সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বণিক সমিতিসহ স্থানীয় বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ইজারাদারের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করবেন। সমস্যা সমাধানে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ করবেন।
- (ঞ) মহিলা বিপণি কেন্দ্রে নৈতিক ও শালীনতাপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে উপদেশ দেবেন।

১০. প্রাক্কালন কক্ষ (টয়লেট ব্লক) ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

বাংলাদেশে বিদ্যমান বাজারসমূহে ক্রেতা-বিক্রেতাদের জন্য পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা নেই বললেই চলে যা বাজারে আগত ক্রেতা-বিক্রেতাদের জন্য খুবই প্রয়োজন। তাই পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাদি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত বাজারে টয়লেট ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। টয়লেটগুলো ব্যবহার উপযোগী রাখার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নিম্নোক্ত নীতি অনুসরণপূর্বক স্থানীয়ভাবে ইজারা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এতে একদিকে যেমন সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে অপরদিকে তেমনি টয়লেটের জন্য নির্মিত অবকাঠামোর দীর্ঘমেয়াদি সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ইজারা প্রাপ্ত ব্যক্তি নিম্নোক্ত শর্তাবলী অনুসরণপূর্বক টয়লেট পরিচালনা করবেন :

- ১০.১ বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ধার্যকৃত ইজারামূল্য ইজারা প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কমিটির নিকট প্রদান করা;
- ১০.২ ইজারা প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক পায়খানা ও প্রস্রাবখানা ব্যবহারকারী/ব্যবহারকারীগীর কাছ থেকে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদিত হারে টোল আদায় করা;
- ১০.৩ ইজারা প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক টয়লেটে সুষ্ঠু পানি সরবরাহ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;
- ১০.৪ ইজারা প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক টয়লেট নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করা;
- ১০.৫ ইজারা প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক ক্রেতা-বিক্রেতাদের ব্যবহারের সুবিধার্থে টয়লেটগুলো নিয়মিত খোলা রাখার ব্যবস্থা করা;
- ১০.৬ ইজারা প্রাপ্ত ব্যক্তি নির্ধারিত মেয়াদ শেষে টয়লেটগুলো কমিটির মনোনীত সদস্যকে হস্তান্তর করা।

দোকান/স্পেস ভাড়ার রশিদ

অফিস অংশ

উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ (এনসিডিপি) প্রকল্পের আওতায় -----
জেলার----- উপজেলার ----- বাজারের-----
নং মহিলা দোকান/স্পেসের ----- মাসের ভাড়া বাবদ সর্বমোট -----
টাকা প্রদান/ গ্রহণ করা হলো ।

জমাদানকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ -----
জেলা বাজার কর্মকর্তা/বাজার অনুসন্ধানকারী ও
সদস্য-সচিব
বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি

ভাড়ার রশিদ

বরাদ্দ প্রাপকের অংশ

উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ (এনসিডিপি) প্রকল্পের আওতায় -----
জেলার ----- উপজেলার ----- বাজারের-----
নং মহিলা দোকান/স্পেসের ----- মাসের ভাড়া বাবদ সর্বমোট -----
টাকা প্রদান/ গ্রহণ করা হলো ।

জমাদানকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ -----
জেলা বাজার কর্মকর্তা/বাজার অনুসন্ধানকারী ও
সদস্য-সচিব
বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি

বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং মনোনীত মহিলা ব্যবসায়ীর মধ্যে মহিলা বিপণি কেন্দ্রের দোকান বরাদ্দের জন্য সম্পাদিত ইজারা চুক্তিনামার নমুনা

এই ইজারা চুক্তিনামা অদ্য দিবস ----- মাস ----- সন ----- ইং,
পৌর চেয়ারম্যান/ পৌর চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি অথবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি -----
উপজেলা ----- জেলা ----- (অতঃপর প্রথম পক্ষ হিসাবে
অভিহিত) এবং মহিলা ব্যবসায়ী ----- স্বামী/পিতা -----
----- গ্রাম ----- ইউনিয়ন -----
উপজেলা ----- জেলা ----- (অতঃপর দ্বিতীয় পক্ষ
হিসাবে অভিহিত) এর মধ্যে সম্পাদিত হলো ।

অতএব, এখন, প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ এই চুক্তিনামায় উল্লিখিত নিম্নলিখিত শর্তাবলী মেনে চলার জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করছি :

- ১। ----- বাজারে ----- নং দোকান দ্বিতীয় পক্ষ ব্যবসার জন্য দখল প্রাপ্ত হবে । এই ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে পাঁচ বছরের জন্য কার্যকরী হবে । দ্বিতীয় পক্ষের নামে ট্রেড লাইসেন্স থাকবে ।
- ২। দ্বিতীয় পক্ষ কোন অবস্থাতেই এই দোকানের মালিকানা দাবি, হস্তান্তর বা সাবলিজ করতে পারবেন না; লিজ চুক্তি নবায়নের সময় দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের কোন অভিযোগ না থাকলে তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে । তবে চুক্তিকালীন সময়ে বরাদ্দপ্রাপ্ত কোন মহিলা ব্যবসায়ীর কোন কারণে মৃত্যু ঘটলে তার যোগ্য মহিলা উত্তরাধিকারী সম্পাদিত ইজারা চুক্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত দোকান পরিচালনার অধিকার পাবেন এবং পরবর্তী ইজারা চুক্তির সময় দোকান বরাদ্দ প্রাপ্তির ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাবেন ।
- ৩। দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ বরাদ্দপ্রাপ্ত মহিলা ব্যবসায়ী স্বয়ং, পরিবারের মহিলা সদস্য এবং প্রয়োজন হলে মহিলা কর্মচারীর সাহায্যে দোকান পরিচালনা করবেন ।

কোন অবস্থাতেই দ্বিতীয় পক্ষ তার আত্মীয়/ অনাত্মীয় পুরুষ লোককে দোকানের বিক্রেতা হিসাবে বা পরিচালনায় নিয়োজিত করতে পারবেন না।

- ৪। প্রতি বর্গফুট সর্বনিম্ন ----- টাকা হারে ----- নং দোকানের মোট আয়তন ----- বর্গফুট অনুযায়ী মোট মাসিক ভাড়া ----- টাকা, যা দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের ছাপানো দোকান ভাড়া রশিদের মাধ্যমে জমা দেবেন। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর দোকানের বরাদ্দ নবায়ন ও দোকানের ভাড়ার হার পুনর্নির্ধারণ করা হবে।
- ৫। দ্বিতীয় পক্ষ দোকান নিয়মিতভাবে খোলা রাখবেন।
- ৬। দোকান বরাদ্দ প্রাপ্তির পর দোকানে কাঠামোগত কোন পরিবর্তন সাধন করা যাবে না, তবে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে অস্থায়ীভাবে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধন করা যাবে।
- ৭। দ্বিতীয় পক্ষ দোকানের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নিজ খরচে করবেন এবং বিদ্যুৎ বিল নিয়মিতভাবে পরিশোধ করবেন। প্রথম পক্ষ বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।
- ৮। দ্বিতীয় পক্ষ দোকান নষ্টকারী কিংবা পরিবেশ নষ্টকারী অথবা অবৈধ পণ্যদ্রব্য দোকানজাত ও বিক্রয় করতে পারবেন না।
- ৯। দ্বিতীয় পক্ষ তার নামে বরাদ্দকৃত দোকানের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং মহিলা বিপনি কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণের পদ্ধতি মেনে চলবেন ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটিকে সহযোগিতা প্রদান করবেন। তবে পক্ষদ্বয়ের ক্ষমতা বহির্ভূত কোন কারণে বরাদ্দকৃত দোকানের কোন রকম ক্ষয়ক্ষতি হলে প্রথম পক্ষ দোকান ঘরের মেরামতের ব্যবস্থা করবেন।
- ১০। ভবিষ্যতে দুইপক্ষের মধ্যে কোন বিষয়ে মতান্তর বা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হলে পক্ষদ্বয় পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি করবেন। অন্যথায় পৌর চেয়ারম্যান অথবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
- ১১। দ্বিতীয় পক্ষ বরাদ্দ পাওয়ার এক মাসের মধ্যে দোকানঘরের দখল বুঝে নেবেন এবং ব্যবসা শুরু করবেন, অন্যথায় বরাদ্দ বাতিল করা হতে পারে।
- ১২। কোন মহিলা বরাদ্দপ্রাপ্ত দোকানের দখল বুঝে পাওয়ার পর তা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হলে, অপারগতা প্রকাশ করলে তিনি তা অন্য কারো কাছে লিখিত বা মৌখিকভাবে হস্তান্তর করতে পারবেন না। এ ক্ষেত্রে এক মাসের সময় দিয়ে

লিখিত নোটিশ প্রদানপূর্বক দোকানের বরাদ্দ বাতিল করা হবে এবং উহার দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রত্যর্পিত হবে।

- ১৩। দ্বিতীয় পক্ষ বরাদ্দ প্রাপ্ত দোকান ঘরের ভাড়া মাসিকভিত্তিক পরিশোধ করবেন। দ্বিতীয় পক্ষ নির্দিষ্ট কোন মাসের ভাড়া পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অবশ্যই জমা দিবেন, অন্যথায় অনাদায়ী ভাড়ার ওপর ৫% হারে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হবে। পর পর ছয় মাস ভাড়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে দোকানের বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১৪। দ্বিতীয় পক্ষ কোন রকম অসামাজিক বা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলে এবং তা প্রমাণিত হলে দ্বিতীয় পক্ষের নামে বরাদ্দকৃত দোকান বাতিল করা হবে।
- ১৫। দ্বিতীয় পক্ষ অত্র ইজারা চুক্তিনামায় উল্লেখিত কোন শর্ত ভঙ্গ করলে দোকান বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১৬। উপরোক্ত ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ নং ধারায় বর্ণিত কারণে দোকান বরাদ্দ বাতিল হলে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি দোকান ঘরের দখল নিয়ে পূর্ব অনুমোদিত অপেক্ষমাণ তালিকার ক্রমমান অনুযায়ী পুনরায় দোকান বরাদ্দ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ১৭। অত্র ইজারা চুক্তিনামা সময়ে সময়ে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নীতি অনুযায়ী পরিমার্জন ও সংশোধন করার ক্ষমতা প্রথম পক্ষের নিকট সংরক্ষিত থাকবে।

শেছায় ও স্বজ্ঞানে আমরা প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ উপরোক্ত শর্তাবলী সম্বলিত
ইজারা চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করলাম।

প্রথম পক্ষ

দ্বিতীয় পক্ষ

পৌর চেয়ারম্যান/ মনোনীত কর্মকর্তা

মহিলা ব্যবসায়ী

অথবা

বাজার

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/মনোনীত কর্মকর্তা

স্বামী/পিতা

গ্রাম

ইউনিয়ন

উপজেলা

স্বাক্ষী :

স্বাক্ষী :

১। নাম : -----

১। নাম : -----

পদবি : -----

পদবি : -----

ঠিকানা : -----

ঠিকানা : -----



মুদ্রণে : কলেজ গেট বাইন্ডিং এন্ড প্রিন্টিং
১/৭ কলেজ গেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোনঃ ৯১২২৯৭৯, ০১৭১১৩১১৩৬৬, ০১৭১৫০৪০০৪১

মুদ্রণ সংখ্যা : ২০০০ কপি, তারিখ : অক্টোবর ২০০৭